দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৩...

কারিগরি শিক্ষায় ৫ বছরে ভর্তি দ্বিগুণ করতে চায় মন্ত্রণালয়

■ নিজামুল হক

২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি করতে চায় শিক্ষামন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যে গতিতে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার বাড়ছে তাতে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি হয় ১০ লাখ ৩৮ হাজার। সে হিসেবে আগামী ৫ বছরে দ্বিগুণ শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১১ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা স্তরে ১৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। সব মিলে কারিগরি শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থী ১৩ দশমিক ১১ শতাংশ।

সরকারের প্রণীত কৌশল অনুযায়ী, ভর্তির হার করতে হবে ২০১৬ সালে ১৬ দশমিক ৪৩ শতাংশ, ২০১৭ সালে ১৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ, ২০১৮ সালে ১৮ দশমিক ৫৩ শতাংশ, ২০১৯ সালে ১৯ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালে ২০ দশমিক ৮২ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, কেন কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানো যাচ্ছে না। এসব বিষয়ে এবং এ শিক্ষার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উচ্চমানের গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে এ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে হবে। ব্যক্তি ও দলীয় পরিচয়ে শুধু কিছু প্রতিষ্ঠানকে ৭ কোটি টাকা করে বরাদ্দ দিলেই চলবে না। এসব বিষয়ে মনিটরিংও করতে হবে। কিন্তু মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে প্রচুর ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ধারণা, অপেক্ষাকৃত কম মেধাবি বা গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট চাকরিতে যোগ দেবে। এ ধারণা এখনও পাল্টায়নি। কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ ও দুর্নীতি বন্ধের পাশাপাশি শিক্ষা খাতের বাজেটের বড় অংশ এ শিক্ষায় ব্যয় করতে হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষার্থীদের দেশের অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেও তা এখনো পর্যন্ত কোনোভাবেই কার্যকর করতে পারেনি। সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের ভর্তির কোনো সুযোগ নেই। ফলে, হাজার হাজার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা নিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। দেশে বর্তমানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদানকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে চার শতাধিক, যেখানে প্রায় আড়াই লাখেরও বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। অন্যদিকে, চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে ৪৯টি সরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। এছাড়া ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় দেড় লাখ বা তার বেশি। প্রতি বছর চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা শেষ করে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করেন প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী। অথচ ডুয়েটে আসন সংখ্যা এক হাজারেরও কম।

> 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি শিক্ষার্থীদের দেশের অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেও তা এখনো কার্যকর করতে পারেনি। সাধারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের ভর্তির কোনো সুযোগ নেই। ফলে, হাজার হাজার শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষা নিতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।'

শিক্ষিত হলে চাকরির অভাব হয় না। অথচ এখন পর্যন্ত পলিটেকনিক থেকে পাস করা ডিপ্লোমাধারীদের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এ অবস্থায় এখন চোখে রীতিমতো অন্ধকার দেখছেন ডিপ্লোমাধারীরা। তবে উচ্চশিক্ষা লাভ করে হাজার হাজার যুবক-যুবতী বেকার থাকলেও কারিগরি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কেউ বেকার নেই বলে দাবি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষা যুবসমাজের চাকরি ও আত্মকর্মসংস্থানের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করছে। যুবক-যুবতীরা পাস করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পায়। দক্ষতা অর্জন করতে পারলে তাদের চাকরি খুঁজতে হবে না, চাকরিই তাদের খুঁজে বের করবে। মন্ত্রী বলেন, কারিগরি খাতে আগে কোনো প্রকল্প ছিল না। এ সরকারের সময়েই কারিগরি খাতে পাঁচটি বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এইচএসসি উত্তীর্ণ রফিকুল ইসলাম জানান, আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য ঢাকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি। অবাক হয়েছি। ব্যবহারিকের জন্য নামে মাত্র কিছু উপকরণ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে কিছুই শিখতে পারবো না। তার মতে, এসব প্রতিষ্ঠান সরকার অনুমোদন দেয় কী করে।

এশা নামে এক শিক্ষার্থীর বক্তব্য, দেশে এখন ৯৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগেই কম্পিউটার সায়েন্স এবং ফার্মেসী বিষয়ে অনার্স কোর্স রয়েছে। প্রতিবছর বহু শিক্ষার্থী এ সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে চাকরি খুঁজে। আর আমরা ডিপ্লোমাধারীরা এ কারণে পিছিয়ে থাকি।

মেয়েদের আগ্রহ কম : সাধারণ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ও সফলতার হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় কারিগরি শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে না। কারিগরি খাতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে বেশকিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে কাজ চলছে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের। ভর্তিতে ৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ কোটা চালু করা হয়েছে।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, কারিগরিতে বর্তমানে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে ২৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ। যেখানে সাধারণ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশের বেশি। আর কারিগরি শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ৭ শতাংশ।